কালের কণ্ঠ

তারিখ 10 FEB 2014
পৃষ্ঠা ২০ কলাম ৫

কক্সবাজারের চকরিয়ায় উচ্ছৃঙ্খল পরীক্ষার্থীদের ছিঁড়ে ফেলা এসএসসির উত্তরপত্র গড়াচ্ছে কেন্দ্রের মাঠে। এই খবরে কাঁদছেন কেন্দ্রের বাইরে অপেক্ষমাণ এক অভিভাবক। ছবি : কালের কণ্ঠ

চকরিয়ায় পরীক্ষার্থীদের তাণ্ডব

তছনছ ৯০ উত্তরপত্র

চকরিয়া (কক্সবাজার) প্রতিনিধি ▶

নির্ধারিত সময়ের পুরোটা লিখতে না দেওয়ার অজুহাত তুলে কক্সবাজারের চকরিয়ায় একটি মাধ্যমিক (এসএসসি) পরীক্ষাকেন্দ্রে তাণ্ডব চালিয়েছে কয়েকজন উচ্ছৃঙ্খল পরীক্ষার্থী। পরীক্ষার প্রথম দিনে গতকাল রবিবার এ তাণ্ডবের সময় তারা ওই কেন্দ্রের অন্তত ৯০ জন পরীক্ষার্থীর উত্তরপত্র কেড়ে নিয়ে ছিঁড়ে ফেলে।

উপজেলার সরকারি বালিকা বিদ্যালয় কেন্দ্রে বাংলা প্রথম পত্রের পরীক্ষা শেষে খাতা জমা নেওয়ার সময় উচ্ছৃঙ্খল ওই ছাত্ররা হল পরিদর্শকের দায়িত্বে থাকা কয়েকজন শিক্ষককে মারধর করে। ভাঙচুর করে দরজা, বেঞ্চ, সাইনবোর্ডসহ বিভিন্ন আসবাব।

পরে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনলেও ঘটনায় জড়িত কাউকে

▶▶ পৃষ্ঠা ১৩ ক. ২

চকরিয়ায় পরীক্ষার্থীদের তাণ্ডব

▶▶ শেষ পৃষ্ঠার পর

তাৎক্ষণিকভাবে শনাক্ত বা আটক করতে পারেনি। এমনকি ক্ষতিগ্রস্ত পরীক্ষার্থীদের পরবর্তী করণীয় কী, তাও তাৎক্ষণিকভাবে জানাতে পারেনি প্রশাসন।

পরীক্ষাকেন্দ্রে তাণ্ডবের খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন কক্সবাজারের জেলা প্রশাসক মো. রুহুল আমিন, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা) আবুল ফয়েজ মো. আলাউদ্দিন খান, চকরিয়া উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মোহাম্মদ মোয়াজ্জম হোসাইন, কক্সবাজার সদর সার্কেলের সহকারী পুলিশ সুপার (এএসপি) মুহাম্মদ খালেদ-উজ-জামানসহ উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা। তাঁরা বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের কার্যালয়ে জরুরি বৈঠকে বসেন পরবর্তী করণীয় নির্ধারণে। বিকেলে ঘটনাস্থলে যান কক্সবাজারের পুলিশ সুপার মো. আজাদ মিয়া।

হল পরিদর্শকসহ বিভিন্নজনের কাছ থেকে বক্তব্য নেওয়ার পর জেলা প্রশাসক মো. রুহুল আমিন তাৎক্ষণিকভাবে সাংবাদিকদের বলেন, 'ঘটে যাওয়া ঘটনাটি অনাকাঙ্ক্ষিত ও দুঃখজনক। মনে হচ্ছে, পরীক্ষা-সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে নয়, অন্য কোনো কারণেই এ ঘটনা ঘটতে পারে। তবে তা পুরোপুরি নিশ্চিত হওয়া যাবে তদন্তের পর।'

জেলা প্রশাসক আরো বলেন, 'আমি পুরো ঘটনাটি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সচিব ও শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যানসহ বিভিন্ন দায়িত্বরিক কর্মকর্তাকে অবহিত করেছি। ছিঁড়ে ফেলা খাতার ব্যাপারে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ যে নির্দেশনা দেবে সে অনুযায়ী পরবর্তী পদক্ষেপ নেওয়া হবে।'

হামলাকারীদের দাবি, পরীক্ষার সময় তিন ঘণ্টা হলেও নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নপত্রের উত্তর দেওয়ার পুরো সময় তাদের দেওয়া হয়নি। এ ছাড়া পরিদর্শক দলের কয়েকজন সদস্য পরীক্ষার্থীদের সঙ্গে অহেতুক খাতা কেড়ে নেওয়ার হুমকিসহ ভয়-ভীতি প্রদর্শন করেছেন। এতে পরীক্ষার্থীদের লিখতে অসুবিধা হয়। মূলত ওই সময় থেকে উত্তেজনাকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় কেন্দ্রে। তারই বহিঃপ্রকাশ ঘটে খাতা জমা দেওয়ার সময়।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক কয়েকজন প্রত্যক্ষদর্শী জানায়, চকরিয়া সরকারি বালিকা বিদ্যালয় কেন্দ্রে ১৩টি বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা পরীক্ষায় অংশ নিচ্ছে। চকরিয়া কোরক বিদ্যাপীঠের উচ্ছৃঙ্খল গুটিকয়েক পরীক্ষার্থী ভাঙচুর, খাতা কেড়ে নিয়ে ছিঁড়ে ফেলাসহ হামলার ঘটনায় নেতৃত্ব দেয়। অন্য বিদ্যালয়ের পরীক্ষার্থীরা এ ঘটনার সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিল না।

পরীক্ষার্থীদের উত্তরপত্র ছিঁড়ে ফেলার খবর পেয়ে বেশ কয়েকজন অভিভাবক কেন্দ্রের বাইরে কান্নায় ভেঙে পড়েন। আকবর আহমদ নামের এক অভিভাবক কান্নাজড়িত কণ্ঠে বলছিলেন, 'আমার সন্তান তো কোনো অপরাধ করেনি। এর পরও তার খাতা কেন কেড়ে নিয়ে ছিঁড়ে ফেলল বিদ্যাপীঠের ছাত্ররা? এ ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত ও বিচার দাবি করছি আমি।' আরেক অভিভাবক বিজয় নাথ কাঁদতে কাঁদতে বলেন, উচ্ছৃঙ্খল পরীক্ষার্থীরা তাঁর মেয়ে ও তার বান্ধবীর কাছ থেকে খাতা কেড়ে নিয়ে ছিঁড়ে ফেলে।

চকরিয়া এসএসসি পরীক্ষাকেন্দ্র-২ (২৪২) (সরকারি বালিকা বিদ্যালয়)-এর তত্ত্বাবধায়ক জি এ এম এনামুল হক কালের কণ্ঠকে জানান, পরীক্ষা শেষে তাঁর কাছে কয়েকজন পরীক্ষার্থী খাতা জমা দেয়। পরে কেন্দ্রের পরিদর্শকরা বিভিন্ন কক্ষ থেকে খাতা উত্তোলন করে তাঁর কাছে নিয়ে আসার সময় হামলার শিকার হন তিনটি কক্ষের পরিদর্শক। এ সময় তাঁদের কাছ থেকেও খাতা কেড়ে নিয়ে উচ্ছৃঙ্খল পরীক্ষার্থীরা ছিঁড়ে ফেলে। তিনি আরো জানান, তাঁর কাছে জমা হওয়া খাতা অনুসন্ধান করে জানতে পেরেছেন ৪ নম্বর কক্ষের ২৬টি উত্তরপত্র, ৫ নম্বর কক্ষের চারটি ওএমআর এবং ৬ নম্বর কক্ষের ৬০টি উত্তরপত্র খুঁজে পাওয়া যায়নি। কেন্দ্রে নিয়মিত ও অনিয়মিত মিলিয়ে এক হাজার ৩৮০ জন শিক্ষার্থী পরীক্ষা দিচ্ছে। তাদের মধ্যে গতকাল বাংলা প্রথম পত্রের পরীক্ষায় নিয়মিত দুজন পরীক্ষার্থী অনুপস্থিত ছিল।

কেন্দ্রের তত্ত্বাবধায়ক এনামুল হক বলেন, 'এ ঘটনায় মূলত কারা সম্পৃক্ত, তা তাৎক্ষণিকভাবে আমি জানতে পারিনি।'

চকরিয়া সরকারি বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক নুরুল ইসলাম চৌধুরী জানান, হামলার সময় বিদ্যালয়ের দরজা, বেঞ্চ, সাইনবোর্ড, শোকেসসহ বিভিন্ন আসবাব ভাঙচুর করা হয়। এ ঘটনায় তিনি থানায় লিখিত এজাহার দায়ের করেছেন।

চকরিয়া থানার ওসি রণজিৎ কুমার বড়ুয়া জানান, তদন্ত করে এ ঘটনায় জড়িতদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

ওসি বলেন, কেন্দ্রের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে নিয়োজিত পুলিশ ফটকে অবস্থান করায় ভেতরে কোনো বহিরাগত লোক প্রবেশ করতে পারেনি।